বিটিআরসির অভিযান

অবৈধ ভিওআইপিতে জড়িত মোবাইল ফোন অপারেটরেরা

হিটলার এ. হালিম

দেশের মোবাইল ফোন অপারেটরেরা অবৈধ ভিওআইপি (ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল) করছে, এমন অভিযোগ পেয়ে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে। গত ১৫ ও ১৬ মে ৬টি মোবাইল ফোন অপারেটরে অভিযান চালিয়ে অবৈধ ভিওআইপি করা হচ্ছিল এমন ৫৩ হাজার ২৩৭টি মোবাইল সিম শনাক্ত করে তা বন্ধ করে দেয় বিটিআরসি। সংস্থার ৬টি দল এ অভিযান চালায়।

বিটিআরসির এক পরিচালক এ অভিযান এবং সিম জব্দ করে সেগুলো বন্ধ করে দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ওই পরিচালকের দেয়া হিসাব মতে, অবৈধ ভিওআইপির অভিযোগে শনাক্ত করা সিমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সিম রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল ফোন কোম্পানি টেলিটকের। টেলিটকের ৩৬ হাজার ৫৬৩টি সিম শনাক্ত করে বন্ধ করে দিয়েছে বিটিআরসি। এ ছাড়া গ্রামীণফোনের ২ হাজার ৮৭৮টি, এয়ারটেলের ৬ হাজার ৪১৬টি, রবির ৬ হাজার ৭৪৯টি, সিটিসেলের ৩৯০টি এবং বাংলালিংকের ২৪১টি সিম শনাক্ত করে বন্ধ করে দেয় বিটিআরসি। তবে অবৈধ ভিওআইপির কাজে ব্যবহার হওয়া এ সিমের প্রকৃত সংখ্যা আরও কম বলে দাবি করেছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মোবাইল ফোন অপারেটরের শীর্ষ কর্মকর্তা। তার দাবি, বিটিআরসির শনাক্ত করা সিমের সংখ্যায় একই নম্বর একাধিকবার রয়েছে।

অতিসম্প্রতি বৈধপথে আন্তর্জাতিক কলের সংখ্যা কমে যাওয়ায় বিটিআরসি হঠাৎ করেই এ অভিযান পরিচালনা করে। এপ্রিল মাসে দেশে বৈধপথে আসা কলের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ কোটি মিনিট। সম্প্রতি তা অনেক কমে গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিটিআরসি এবার অপারেটরদের শাস্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, অপারেটরগুলোতে আবারও অভিযান পরিচালিত হতে পারে। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ জানান, সরকারের শেষ সময়ে এসে অবৈধ ভিওআইপি বেড়ে যাওয়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা। আগামীতে আরও বাড়বে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তবে অবৈধ ভিওআইপিতে শীর্ষে যে বিটিসিএল (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড), সেখানে অভিযান পরিচালিত না হওয়ায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তবে একটি দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে, শিগগিরই ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালিত হবে।

এর আগে ২০১০ সালের মে মাস থেকে ২০১১ সালের ২২ নভেম্বর পর্যন্ত ১৯ মাসে বিটিআরসির হিসাবে দেশে আসা অবৈধ ভিওআইপি কলের সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ৩৪ হাজার ৪২৯টি। এর মধ্যে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৪০৮টি কল আসে টেলিটক সিমের মাধ্যমে। বাংলালিংকের মাধ্যমে ৯০ হাজার ১১৫টি, এয়ারটেলের মাধ্যমে ৭৯ হাজার ২৪১টি, রবির মাধ্যমে ৩৯ হাজার ৬২১টি, গ্রামীণফোনের মাধ্যমে ৩ হাজার ৬৪৬টি, সিটিসেলের মাধ্যমে ১ হাজার ৩৬০টি এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) মাধ্যমে আসে ৩ হাজার ৩৬৭টি।

এছাড়া বিটিআরসি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সংস্থাটি গত তিন বছরে (২০০৯-২০১১) ৯ লাখ ৭৫ হাজার ৭৯০টি মোবাইল ফোনের সিম বন্ধ করেছে। অবৈধ ভিওআইপির অভিযোগে এ পর্যন্ত ২১টি টেলিকম অপারেটরের লাইসেন্স বাতিল হয়েছে। আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) ঠিকানা বন্ধ হয়েছে ৩০ হাজার ৭৮৯টি। এছাড়া অবৈধ ভিওআইপির অভিযোগে দেশের পিএসটিএন ল্যান্ডফোন কোম্পানি র‍্যাংগসটেল, ঢাকাফোন, পিপলসটেল, ওয়ার্ল্ডটেল ও ন্যাশনালফোনের লাইসেন্স বাতিল করা হয়। পরে র‍্যাংগসটেল লাইসেন্স ফিরে পেয়ে আবারও কার্যক্রম শুরু করেছে।

মন্ত্রণালয়-বিটিআরসি-বিটিসিএলের কারণেই অবৈধ ভিওআইপি

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি ও বিটিসিএলের একে অপরকে দোষারোপের ফাঁকফোকর গলে প্রতিদিন অবৈধ ভিওআইপি হচ্ছে। বৈধপথে আন্তর্জাতিক কল কমে যাওয়ায় সরকারের উচ্চমহল উদ্বেগ প্রকাশ করলেও তা প্রশমনে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় আগামী দিনে অবৈধ ভিওআইপি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

অবৈধ ভিওআইপি বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে সরকার প্রতিদিন (সাড়ে ৪ কোটি মিনিট কল) রাজস্ব হারাচ্ছে প্রায় ১১ কোটি টাকার (প্রতি কলে ৩ সেন্ট হিসেবে ২ টাকা ৪০ পয়সা), মাসে ৩৩০ কোটি আর বছরে ৪ হাজার কোটি টাকা। এখনই অবৈধ ভিওআইপি বন্ধ করা না গেলে সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কল টার্মিনেট করে নেট কালোবাজারীদের পকেটে চলে যাবে ৪ হাজার কোটি টাকার বেশি।

সরকারের শেষ সময়ে এসে অবৈধ ভিওআইপি বেড়ে যাওয়ায় এর সাথে জড়িতদের 'আখের গোছানো' হিসেবে দেখছেন প্রযুক্তি বিশ্লেষক জাকারিয়া স্বপন। তিনি বলেন, 'এমনটাই তো হওয়ার কথা।'

এদিকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দাবি– অবৈধ ভিওআইপি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাদের নয়, বিটিআরসির। বিটিআরসির ভাষ্য, অন্যদের নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও বিটিসিএল-কে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। বিটিসিএলের বক্তব্য, তারা অভিযুক্ত। প্রকৃত অর্থে তারা দায়ী নয়। এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, টেলিটকের সিম দিয়েই বেশি ভিওআইপি হচ্ছে। কারণ যত বিদেশি কল আসছে তার বেশিরভাগই আসছে টেলিটকে। বিটিআরসির সিমবক্স ডিটেকশন ইউনিটের মাধ্যমে যেসব সিম শনাক্ত হচ্ছে তার বেশিরভাগই টেলিটকের।

অল্প বিনিয়োগে স্বল্প সময়ে বিশাল অঙ্কের টাকা কামানোর পথ হিসেবে ইতোমধ্যে খ্যাতি কুড়িয়েছে অবৈধ ভিওআইপি! লাইসেন্সপ্রাপ্ত নতুন আইজিডব্লিউ (ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে) ও আইসিএক্স (ইন্টার কানেকশন এক্সচেঞ্জ) চালু হলে তা ভয়াল থাবা বিস্তার করবে। দেশে আরও আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স লাইসেন্স দেয়ার সিদ্ধান্তের পর গত অক্টোবরে এ বিষয়ে আবেদনপত্র আহ্বান করার পর থেকেই বৈদেশিক কলের এ বিপর্যয় শুরু। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অবৈধ ভিওআইপির বাড়ার প্রধান সূচক স্থানীয় কল বেড়ে যাওয়া। কারণ স্থানীয় ফোন নম্বর ব্যবহার করে ভিওআইপি হচ্ছে। অতিসম্প্রতি অবৈধ ভিওআইপি কল স্থানীয় মোবাইল ফোন হয়ে গ্রাহকের নম্বরে আসার পরিমাণ বেড়ে গেছে।

অনিবন্ধিত সিম বিক্রিতে জরিমানা ৫০ ডলার

এখনও অনিবন্ধিত সিম বিক্রি হচ্ছে। অনিবন্ধিত সিম বিক্রি করলে অপারেটরদের জরিমানা দিতে হচ্ছে ৫০ ডলার। বিটিআরসি এমন নির্দেশনা জারি করলেও তা মানছে না কেউই। অনিবন্ধিত সিম বিক্রি বন্ধ করতে না পেরে বিটিআরসি অপারেটরদের ১০ ডলার জরিমানার বিধান করেছিল। কিন্তু অপারেটরেরা জরিমানা দিয়ে একই কায়দায় দীর্ঘদিন ধরে সিম বিক্রি করায় জরিমানার পরিমাণ ৫০ ডলার করেছে বিটিআরসি। ▸

অনিবন্ধিত সিম দিয়ে অবৈধ ভিওআইপি করা হচ্ছে– এমন অভিযোগে এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে র‍্যাব ৬ মোবাইল ফোন অপারেটরের ১৫ হাজার ২৫৪টি সিম জব্দ করে, যার কোনোটিরই নিবন্ধন ছিল না। বিটিআরসির একটি সূত্র জানায়, খুব শিগগিরই যথাযথভাবে সিম নিবন্ধন, পুনর্নিবন্ধনের কাজ চালু হবে। সংস্থাটি সিম বিক্রির যে গাইডলাইন তৈরি করেছিল তা বিধানে পরিণত করতে যাচ্ছে, যা মানতে মোবাইল অপারেটরেরা বাধ্য হবে।

বিটিসিএলের ৪৭ এসটিএম!

বিটিআরসির এক কর্মকর্তা বলেন, বিটিআরসি চাইলেও বিটিসিএল-কে পুরোপুরি মনিটর করতে পারে না। কারণ বিটিসিএল ৪৭টি এসটিএম ব্যবহার করে। অথচ বিটিআরসি বিটিসিএলের ১৫টি এসটিএম লাইভ মনিটর করতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিটিসিএল অসহযোগিতা করে। তিনি বলেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে বিটিসিএল-কে চিঠি দিলে এরা মন্ত্রণালয়ের দোহাই দেয়। বিটিসিএলের এতগুলো এসটিএম ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেন। যেগুলো বিটিআরসি মনিটর করতে পারে না সেগুলো দিয়েই অবৈধ ভিওআইপি হয় বলে দাবি করেন ওই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, সিম ডিটেকশন বক্স ইউনিট থাকায় আমরা সহজেই কোন সিম দিয়ে ভিওআইপি হচ্ছে, তা শনাক্ত করতে পারি। তিনি জানান, বিটিসিএলের সিডিআর (কল ডিটেইল রেকর্ড) যন্ত্র পুরোপুরি কার্যকর থাকলে অবৈধ ভিওআইপি কমে যেত। যেগুলো দিয়ে হতো সেগুলো সহজে শনাক্ত করা যেত।

এদিকে অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে বিটিসিএলের সিডিআর যন্ত্রের সফটওয়্যার না থাকায় তথ্যগুলো ডিকোড করতে পারছে না। ফলে প্রিন্ট নিতে না পারায় লুটপাটের বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পড়ে না। তবে এ লোপাটের সাথে বিটিসিএলের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, যে বিদেশী কোম্পানির কাছ থেকে সিডিআর কেনা হয়েছে তারা যন্ত্রটি সরবরাহের সময় সফটওয়্যার দেয়নি। বিটিসিএল সফটওয়্যার কিনতে চাইলে বিদেশী প্রতিষ্ঠানটি কয়েকগুণ দর হাঁকায়। ফলে সফটওয়্যার কিনতে পারছে না বিটিসিএল। তবে বিটিসিএলের একটি শক্তিশালী চক্র সফটওয়্যার কিনতে বাধা দিচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই চক্র চাইছে, কোনোভাবেই যেনে বিটিসিএলে সিডিআরের সফটওয়্যার প্রবেশ না করে।

বাধা ছিলেন মন্ত্রী!

গত বছরের ডিসেম্বরে অবৈধ ভিওআইপি বন্ধের জন্য 'অবৈধ ভিওআইপি অনুসন্ধান' নামে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিটিআরসি। কমিটি তিন মাস বিটিসিএল ও টেলিটকে তদন্ত করে অবৈধ ভিওআইপির ১৪টি কারণ খুঁজে পেয়েছিল। পরে মন্ত্রণালয় অবৈধ ভিওআইপি বন্ধে শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স দিয়ে এটিকে বৈধ করার পরিকল্পনা করে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এখন ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। কমিটি পরে এ কারণগুলোই সুপারিশ আকারে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। তদন্ত কমিটি বলেছে, পূর্ণাঙ্গ ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স), আধুনিক সফটওয়্যার, রেডিও লিঙ্ক ব্যবহার, কললিস্ট মুছে ফেলাসহ মোট ১৪টি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে অবৈধ ভিওআইপি হচ্ছে। এগুলো বন্ধ হলে অবৈধ ভিওআইপি কমে যাবে। তদন্ত কমিটির সুপারিশে পরিস্থিতি উন্নয়নে মূলত বিটিসিএল ও আইজিডব্লিউসহ বিভিন্ন গেটওয়ে অপারেটরের কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু ওই পরামর্শ কাগজে-কলমেই আটকে আছে। বাস্তবায়িত হয়নি সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজুর কারণে। অভিযোগ আছে, তিনি প্রভাব খাটিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন কার্যকর করতে দেননি। ফলে পরে এসে অবৈধ ভিওআইপি প্রকট আকার ধারণ করে কজ

ফিডব্যাক : hitlarhalim@yahoo.com